W.B. HUMAN RIGHTS COMMISSION
KOLKATA-27

File No. /WBHRC/SMC/2017

Date: 16 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ananda Bazar Patrika' a Bengali daily dated 14.03.2017, captioned 'গাড়ি নিয়ে বচসা'

On 14th March, 2017 in the aforesaid matter an order was passed directing Superintendent of Police, South 24-Parganas to furnish a report by 17th April,2017, enclosing thereto documents indicated therein.

The aforesaid direction was in fact intended for the Commissioner of Police, Kolkata but due to inadvertence it has been directed to S.P. South 24-Parganas. Inadvertent error is corrected by this order. S.P. South 24-Parganas may ignore the same and the Commissioner of Police, Kolkata is directed to carry out the same.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl: News Item Dt. 14.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper and the S.P. South 24-Parganas.

Make necessary corrections in draft

গাড়ি নিয়ে বচসা

নিজস্ব সংবাদদাতা

রীতিমতো দাদাগিরি! রাস্তার ধারে গাড়ি রাখার 'অপরাধে' এক যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠল স্থানীয় বস্তিবাসীদের একাংশের বিরুদ্ধে। শনিবার কসবার একটি অভিজাত শপিং মলের সামনে ঘটনাটি ঘটে। মারের চোটে মাথা ফেটেছে অর্পণ সরকার নামে ওই যুবকের, হেনস্থা হতে হয়েছে তাঁর স্ত্রীকেও।

অর্পণের কথায়, শনিবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ মলের সামনে একটি রেস্তোরাঁর বাইরে রাস্তায় গাড়ি রেখেছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ও দু'বছরের শিশু। রেস্তোরাঁ থেকে শুধু খাবার নেওয়ার কথা ছিল। তাই বেশিক্ষণ গাড়ি রাখার কথাও ছিল না। তাঁর অভিযোগ, গাড়ি রাখা মাত্রই স্থানীয় বস্তির কিছু যুবক এসে গাড়ি রাখা নিয়ে বচসা শুরু করেন। তাঁদের দাবি ছিল, "এখানে আমাদের গাড়ি থাকে, অন্য রাখা যাবে না।" অর্পণের দাবি, তিনি অনুরোধ করেন গাড়িটি পাঁচ মিনিটের বেশি থাকবে না। খাবার নিয়েই তিনি বেরিয়ে যাবেন। "তার পরেও ওঁরা হুমকি দেন ও গাড়ির চাকার হাওয়া খুলে দিতে আসেন।"— অভিযোগ অর্পণের। পুলিশ জানায়, অর্পণ বাধা দিতে গেলে বস্তি থেকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন এসে ঘিরে ফেলেন তাঁকে। বেধড়ক মারে মাথা ফেটে যায় অর্পণের।

অর্পণের স্ত্রী দেবলীনা বাধা দিতে গেলে তাঁকেও হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অর্পণ। তাঁকে নিয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও তখন হামলাকারীদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানায়, অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।